দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 18 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩

48

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রসঙ্গে

দৈনিক ইনকিলাব-এ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেখে সবাই হতাশ হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে দেয়া হয়েছে, প্রত্যেক গ্রুপের যে-কোন বিষয়ে অর্থাৎ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ৬টি বিষয় খোলা হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে ২০০ টাকা নগদ প্রদান করে আবেদনপত্র গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য এটা খুবই কষ্টকর। তাই, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার আবেদন যে, ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্রের দাম ২০০ টাকা থেকে ৫০ টাকায় আনার ব্যবস্থা করুন। —মনিরুজ্জামান

শিক্ষাঙ্গনে

কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন

আমরা ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহের ১ম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক। অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে এমবিবিএস কোর্সে ভর্তির আবেদন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর মধ্যে অতিরিক্ত প্রাপ্ত নম্বর বাদ দেয়া হয়েছে। যেখানে অনিয়মিত/মান-উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য নম্বর বাদ দেয়ার পরও কেন যে অতিরিক্ত প্রাপ্ত নম্বর বাদ দেয়া হলো, জানি না। এই অতিরিক্ত নম্বর বাদ দেয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে যে, অনেকেই অনেক আশা, স্বপ্ন নিয়ে উক্ত কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু এই বার নতুনভাবে প্রকাশিত অতিরিক্ত মার্ক বাদ দেয়ার ব্যাপারে যা নিয়মাবলীতে অন্তর্ভুক্ত করেছে, তার জন্য অনেকেই মেধা থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষার ফরম সংগ্রহ বা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের আকুল আবেদন অতিরিক্ত নম্বর যোগ করে আমাদের ফরম নেয়ার সুযোগ করে দিবেন। যেহেতু, এমনও দেখা যাচেছ যে, মাত্র ১ বা ২ নম্বরের জন্য অনেকেই ফরম পর্যন্ত নিতে পারছে না। যেখানে অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা, থাকে তাহলে— অনেকের জীবনে হতাশা নেমে আসবে।

তাই বর্তমানে গণতান্ত্রিক সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট বিশেষ আবেদন, অতিরিক্ত নম্বর যোগ করার জন্য স্বাস্থ্য বিষয়ক ও ভর্তি সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষকে বিশেষ বিবেচনা করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

—সাজ্জাদ হোসেন